



192041 - গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা ক'জায়যে?

প্রশ্ন

আমাদের জন্য গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা ক'হালাল? যদি সটো জায়যে হয় তাহলে গর্ভস্থতি পশুটিকে আমাদের ক'করা উচতি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

এক:

কুরবানী: ইসলামরে অন্যতম একটা নিদির্শন; যার বধিান আল্লাহর কতিব, তাঁর রাসূলের সুন্নাহ ও মুসলমানদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। ইতপূর্ববে 36432 নং প্রশ্ননোত্তরে তা আলচতি হয়ছে।

কুরবানীর পশুর শর্তাবলীর বিবরণ জানতে 36755 নং প্রশ্ননোত্তরটি পড়ুন।

দুই:

গর্ভবতী বাহমিতুল আনআম (উট, গরু ও বকরী) দিয়ে কুরবানী করা জায়যে হবে কনি এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেন। অধিকাংশ মাযহাবরে আলমেদের মতে, এমন পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়যে। কুরবানীর পশুর য়ে ত্রুটগুলোর কারণে এর দ্বারা কুরবানী করা যায় না সগেলোর মধ্যে তারা গর্ভধারণকে উল্লেখ করেননি। তবে শাফয়ে মাযহাবরে আলমেগণ ভিন্নমত পোষণ করছেন। তাদের মতে, গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা নষিধে।

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া’ গ্রন্থে (১৬/২৮১):

“অধিকাংশ ফকিহবিদি আলমে গর্ভধারণকে কুরবানীর পশুর ত্রুটির মধ্যে উল্লেখ করেননি; তবে শাফয়ে মাযহাবরে আলমেগণ ব্যতীত। তারা পরস্কারভাবে জায়যে না হওয়ার কথা উল্লেখ করছেন। কনোনা গর্ভধারণরে ফলে পটে নষ্ট হয়ে যায় এবং গোশত ভাল হয় না।”[সমাপ্ত]

শাফয়ে মাযহাবরে কতিব ‘হাশিয়াতুল বুজাইরমি আলাল খত্বীব’-এ এসছে:



“গর্ভবতী পশু কুরবানীর পশু হিসেবে যথেষ্ট নয়। এটাই (মাযহাবরে) প্রতর্ষিষ্ঠি অভিমিত। কেননা গর্ভধারণে ফলে গশেষত কম্বে যায়। আর যাকাতরে ক্ষত্রে গর্ভবতী পশুক্বে পূরণ উপযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয় যহেত্বে যাকাতরে ক্ষত্রে বংশবৃদ্ধি বধিয়টি উদ্দেশ্য; গশেষত ভাল হওয়া নয়।”[পরমির্জতিরূপে সমাপ্ত]

অগ্রগণ্য অভিমিত হলো: কুরবানীর পশু হিসেবে গর্ভবতী বাহমিতুল আনআম (উট, গরু ও বকরী) উপযুক্ত; যদি তার ক্ষত্রে অন্য কোন প্রতর্ষিষ্ঠিতা না থাকে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) বলেন:

“গর্ভবতী বকরী দিয়ে কুরবানী করা সঠিক; যমেনভাবে অ-গর্ভবতী বকরী দিয়েও সঠিক; যদি পশুটি কুরবানীর ক্ষত্রে দোষণীয় দোষণগুলো থেকে মুক্ত হয়।”[ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিসি শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (৬/১৪৬)]

তনি:

যদি গর্ভস্থতি পশুটি জীবতি অবস্থায় বরে হয় তাহলে সটোক্বে জবাই করা হব্বে এবং খাওয়া যাবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (৯/৩২১) বলেন: “যদি স্থতিশীল জীবন নিয়ে জীবতি অবস্থায় বরে হয় এবং জবাই করার সুযোগ পায়; কনিত্তু জবাই না করে এক পর্যায়ে মারা যায়; তাহলে সে পশুটি জবাইকৃত হিসেবে গণ্য হব্বে না। ইমাম আহমাদ বলেন: যদি জীবতি অবস্থায় বরে হয় তাহলে অবশ্যই জবাই করতে হব্বে। কেননা সটে অন্য একটা প্রাণ।”[সমাপ্ত]

আর যদি মৃত অবস্থায় বরে হয় তাহলে জমহুর (অধিকাংশ) আলমেরে মতে, সটেও খাওয়া যাবে। কেননা মাকে জবাই করার মাধ্যমে সটোক্বে জবাই করা হয়ছে।

আবু সাঈদ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তনি বলেন: “মায়ের জবাই গর্ভস্থতি পশুর জবাই।”[সুনানে আবু দাউদ (২৮২৮), সুনানে তরিমযি (১৪৭৬) এবং তনি সহহি বলছেন, সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১৯৯) ও মুসনাদে আহমাদ (১০৯৫০); আলবানী ‘সহহিল জাম’ গ্রন্থে (৩৪৩১) হাদসটিকে সহহি বলছেন]

যমেনটি পূর্বহে আমরা উল্লেখ করছে এটি হানাফী মাযহাব ছাড়া অধিকাংশ মাযহাবের আলমেদরে অভিমিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (২৬/৩০৭) বলেন:

“গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়যে। যদি কুরবানীর পশুর গর্ভস্থতি সন্তান মৃত অবস্থায় বরে হয় তাহলে ইমাম শাফয়ে, ইমাম আহমাদ ও অন্যন্য আলমেদরে নকিট তার মায়ের জবাই করাটাই তার জবাই; চাই তার চুল গজিয়ে থাকুক; কথিবা না গজিয়ে থাকুক। আর যদি জীবতি অবস্থায় বরে হয় তাহলে জবাই করতে হব্বে।



ইমাম মালকের মাযহাব হচ্ছে: চুল গজালে হালাল; অন্যথায় নয়।

ইমাম আবু হানফির মতে, বরে হওয়ার পর জবাই করা ছাড়া সটো হালাল হবে না।”[সমাপ্ত]

এ মাসয়ালাটি ইতপূর্ববে বসিতারতিভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু কিছু আলমে চকিৎসাগত দকি বিচেনা করে গর্ভস্থতি পশু খাওয়াক মাকরূহ বলছেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।